মুসলিম নারীর হৃদয়ে ঈমানের বীজ

হে আল্লাহ্! আপনি পবিত্র! আমাদের তো (এর বাইরে আর) কিছুই জানা নেই যা আপনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। আপনিই একমাত্র জ্ঞানী, একমাত্র কৌশলী। (আল-বাকারাহঃ ৩২)

যাবতীয় প্রশংসার মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা' আলা। যিনি সকল কিছুর উপর একক ক্ষমতাবান। যিনি সার্বভৌমত্বের মালিক যিনি একমাত্র বিধানদাতা।

সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ (সা) ও তার সহধর্মিণী এবং তাঁর সহচরবৃন্দের উপর।

"হে আমাদের মালিক! আমরা তো কেবল তোমার ওপর ভরসা করেছি এবং আমরা তোমার দিকেই ফিরে এসেছি এবং (আমাদের) তো তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে"। (মুমতাহিনাঃ ৪)

"তোমরা তাদের মতো হয়োনা যারা, (দুনিয়ার ফাঁদে পড়ে) আল্লাহকে ভুলে গেছে, এবং এর ফলে তিনি (আল্লাহ তায়ালা) ও তাদের (নিজ নিজ অবস্থ) ভুলিয়ে দিয়েছেন (আসলে) এরা হচ্ছে (আল্লাহর) না ফরমান"। (হাশরঃ১৯)

হে বোন আমার! বাতিল শক্তিগুলোর ছয়লাভ দেখে কখনো হতাশ হবেন না-

মহান আল্লাহ বলেন, "মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগন- তাওরাতে এবং ইঞ্জিলে তাদের বর্ণনা এরূপ যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, তারপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কান্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে, যেন আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন"। (সূরা ফাতাহঃ২৯)

হে বোন! মুমিন ব্যক্তি হচ্ছে একটি বৃক্ষের মতো। দমকা হাওয়ার সাথে সর্বদা সে যুদ্ধে লিপ্ত। এই প্রবল বাতাসের ঝাপটার মাঝে বৃক্ষটিকে বেঁচে থাকতে হলে যেমন তাকে উর্বর মাটিতে সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে হয়। ঠিক তেমনি আমাদেরকে যাবতীয় বাতিল শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে দ্বীনের ওপর টিকে থাকতে হলে আমাদের ঈমানী শক্তিকে মজবুত করতে হবে। আমরা যদি প্রকৃত মুমিন হতে পারি তাহলে প্রবল দমকা হাওয়ার মাঝে আমরাই হবো বিজয়ী। মহান আল্লাহ বলেন, "আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ

করো না! যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই বিজয়ী হবে"। (সূরা আল-ইমরানঃ ১৩৯)

হে বোন! বাতিল শক্তিগুলো আর তাগুত বাহিনী আমাদেরকে যতই মৃত্যুর ভয় দেখাক আর যতই মিথ্যে লম্ফঝম্ফ করুক না কেন বিজয়ী আমরাই। তবে শর্ত হলো আমাদেরকে অবশ্যই মুমিন হতে হবে। কুরআন ও সহীহ সুন্নাহতে উল্লেখিত ছয়টি রুকন এবং এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের প্রতি যে যথার্থ ঈমান আনে এবং সে অনুযায়ী আমল করে তাকেই তো মুমিন বলা হয়।

মহান আল্লাহ বলেন, "সত্যিকার ঈমানদার ব্যক্তি হচ্ছে তারা, যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনে, অতপর (আল্লাহ তায়ালার বিধানে) সামান্যতম সন্দেহ তারা পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে এরাই হচ্ছে সত্যনিষ্ঠ"। (সূরা হুজরাতঃ১৫)

মহান আল্লাহ আরও বলেন, "আসলে মুমিন তো হচ্ছে সেসব লোক (যাদের) আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করানো হলে তাদের হৃদয় কম্পিত হয়ে ওঠে এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা (সব সময়) তাদের মালিকের ওপর নির্ভর করে। যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদের যা কিছু (অর্থ-সম্পদ) দান করেছি তা থেকে তারা (আমারই পথে) খরচ করে। (মূলত) এ (গুনসম্পন্ন) লোক গুলোই হচ্ছে সত্যিকার মুমিন। তাদের মালিকের কাছে তাদের জন্য (বিপুল) মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা (র-ব্যবস্থা) রয়েছে"। (সূরা আনফালঃ ২-৪)

হে বোন আমার! আমাদের হৃদয়ে ঈমানের বীজ বপন করতে হবে। ইমাম ইবন কাইয়্যিম (রহি) বলেন, "হৃদয়কে এমন উর্বর মাটির সাথে তুলনা করা হয়েছে যেখানে বীজ বপন করা হয়"। আমাদের সবার হৃদয়ের স্বাভাবিক অবস্থাই হচ্ছে উর্বর। এতে আপনি যা বপন করবেন তা সহজেই বেড়ে উঠবে যদি আপনি ঈমান এবং আল্লাহভীরুতা বা তাকওয়ার চারা এতে রোপন করেন তবে তা এমন সুমিষ্ট ফল দান করবে যা হবে চিরন্তন। আর যদি আপনি এতে অজ্ঞতা এবং কামনা-বাসনার চারা রোপন করেন তা হলে তার ফল হবে তিক্ত এবং কটু।

হে বোন! আপনি যখন আপনার অন্তরকে ঈমানের বীজের জন্য উর্বর করে তুলবেন। তখন আপনার হৃদয়ে ঈমানের সুদৃঢ় বৃক্ষ গড়ে উঠবে। যে বৃক্ষ প্রবল বাতাসের মধ্যেও মাথা উচু করে দাড়িয়ে থাকবে। যে ঈমানী শক্তি তাগুত আর মুরতাদ বাহিনীর মিথ্যে লম্ফঝম্ফ দেখে কখনো হতাশ হয়ে পরে না। যে ঈমানী শক্তি কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করে দেয়।

হে বোন! একজন দৃঢ় মুসলিমের মতো অন্য কোনো কিছুই কুফফার শক্তিগুলোকে এতটা ক্ষেপিয়ে তোলে না। আর এটাই চিরন্তন বাস্তবতা। যখন ফির' আউন মুসা (আ) এবং তার অনুসারীদের পিছনে মিশরের মরুভূমিতে ধাওয়া করছিল তখন সে সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ করে বলে, "নিশ্চয়ই এরা (বনী-ইসরাঈলরা) ক্ষুদ্র একটি দল। এবং তারা আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করেছে"। (সূরা শুয়ারাঃ ৫৪-৫৫)

হে বোন! বাতিল শক্তি ও তার ধারক বাহকরা প্রকাশ্যে সত্যের প্রতি যতোই উন্নাসিক হোক এবং যতোই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করুক না কেন, তাদের অন্তরের গভীরে সত্যের শক্তির ব্যাপারে সদা-সর্বদা এক বিরাট আতংক বিরাজ করতে থাকে এবং মুমিনদের আকীদার মোকাবেলা করার জন্য সকল সময়েই তারা অস্থিরতার মধ্যে কাটায়।

হে বোন! বাতিল শক্তি ও তার ধারক বাহকরা আপনাকে যতোই জেল-যুলুম আর নির্যাতনের ভয় দেখাক না কেন? আপনি কোনো অবস্থায়ই তাদের এ হুমকিকে ভয় করবেন না। মুমিনরা তো মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না! মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা কোনো অবস্থায়ই তাদের (এ হুমকিকে) ভয় করবে না বরং আমাকেই ভয় করো যদি তোমরা (সত্যিকার অর্থে) ঈমানদার হও"। (সূরা আল-ইমরানঃ ১৭৫)

হে বোন আমার! আপনি তাদের মতো হবেন না! যারা দুনিয়ার সামান্য সার্থের বিনিময়ে বাতিলের কাছে মাতা নত করে নিজের ঈমান ও আদর্শকে জলাঞ্জলি দেয়। আপনি তাদের মত হবেন না! যারা জাগতিক কিছু পুরষ্কারের বিনিময়ে নিজের ঈমানকে বিক্রি করে দেয়, এদের উদাহরণ হচ্ছে সেই বৃক্ষের মত, যে বৃক্ষ বাতাসের ধাক্কায় সমূলে উৎপাটিত হয়ে যায়। আর এরাই হলো মুনাফিক। আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন, "আর মুনাফিকের উদাহরণ, সে যেন ভূমির উপর কঠিনভাবে স্থাপিত বৃক্ষ, যাকে কোন ক্রমেই নোয়ানো যায় না। অবশেষে এক ঝটকায় মূলসহ তা উৎপাটিত হয়ে যায়"। (আল-লুলু ওয়াল মারজান হা/১৭৯১)

হে বোন! দুনিয়ার এ জীবনটা তো খুবই অল্প সময়ের জন্য একটা জীবন। আর দুনিয়ার এ সামান্য সময়ের জীবনটাই তো হচ্ছে মুমিনদের জন্য একটা জেলখানা। এ জীবনে জেল, যুলুম, নির্যাতন আর প্রিয় মানুষগুলো থেকে বিচ্ছেদ এ সবই হচ্ছে আমাদের জন্য একটা পরীক্ষা। মহান আল্লাহ বলেন, "মানুষ কি (এটা) মনে করে নিয়েছে, তাদের (শুধু) আমরা ঈমান এনেছি (এটুকু) বলার কারণেই ছেড়ে দেওয়া হবে, এবং তাদের (কোনো রকম) পরীক্ষা করা হবে না"। (সূরা আনকাবুতঃ২)

হে বোন! আপনি যখন ঈমানের দাবী করবেন তখন আপনার উপর পরীক্ষা আসবেই। তখন সেই পরীক্ষায় আপনাকে এমনভাবে উর্ত্তীণ হয়ে বেরিয়ে আসতে হবে যে, আপনার ঈমানে কিছুমাত্র ভেজাল মিশবে না এবং কিছুমাত্র দুর্বলতা আসবে না। যেমন আগুন স্বর্ণকে পরীক্ষা করে এবং স্বর্ণ ও তার সাথে যুক্ত খাদ পৃথক করে দেয়।

হে বোন আমার! দুঃখ- কষ্ট আর যুলুম- নির্যাতনের শিকার যে কেবল আমরাই হচ্ছি বিষয়টা তো এরকম না! মহা আল্লাহ বলেন, “আমি তো সেসব লোকদেরও পরীক্ষা করেছি যারা এদের আগে (এভাবেই ঈমানের দাবী করে) ছিলো”।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, “সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হন নবীরা, তারপর তাদের উম্মতের সৎ ও নেককার ব্যক্তিরা, তারপর পর্যায়ক্রমে যারা তাদের নিকটতর তারা”। মানুষকে তার দ্বীনদারী ও সততার দৃঢ়তা অনুযায়ী পরীক্ষা নেয়া হবে। তার দ্বীনদারী যদি দৃঢ় ও মযবুত হয়, তাহলে তার পরীক্ষা বেড়ে যায়।

হে বোন! বেলাল ইবনে রাবাহ (রা) এর নির্যাতনের ঘটনা কি আমাদের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়!? যে বেলাল ইবনে রাবাহ (রা) অসহ্য অত্যাচারে জর্জরিত হয়েও তিনি কোনো মন্দ কথা অথবা একটি শব্দও রাসূল (সা) এর বিরুদ্ধে বলে নিজের জীবন বাচাঁনোর চেয়ে বরং সেই জীবন বিলিয়ে দেওয়াই সহজ মনে করেছিলেন। বেলাল ইবনে রাবাহ (রা) কে যখন উমাইয়া ইবনে খলফ এবং তার পাষাণ হৃদয়ের সঙ্গীরা চাবুকের আঘাতে তাঁকে রক্তাক্ত করত, বড় বড় পাথর তাঁর বুকের ওপর চাপিয়ে দিত তখন তিনি যন্ত্রনায় ছটফট করতে করতে বলতেন আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়।

হে বোন! সুমাইয়া (রা) এর শাহাদাতের ঘটনা কি আমাদের শিক্ষার জন্য যতেষ্ট নয়!? তারা তো বাতিলের কাছে মাথা নত করার চাইতে নিজের জীবন আল্লাহর রাস্তায় কুরবান করে দেওয়াই অধিক পছন্দ করতেন।

হে বোন আমার! আমাদের জীবনে তো হারাবার কিছুই নেই। আমাদের জীবনে যা কিছুই আছে তার সবই তো আমাদের মহান রবের সন্তুষ্টির জন্যই উৎস্বর্গিত। জাগতিক কিছু সুখের আশায় আর প্রিয় মানুষগুলো থেকে বিচ্ছেদের ভয়ে কখনো নিজের কামন-বাসনাকে দ্বীনের ওপর প্রাধান্য দিবেন না। পরিস্থিতি যাই হক না কেন মহান রবের দ্বীন থেকে কখনোও ঝড়ে পরবেন না।

হে বোন! বাতিল শক্তিগুলো বিভিন্ন কূটকৌশলের মাধ্যমে আপনাকে আপনার আদর্শ থেকে বিচ্যুত করে দিতে চাইবে। বিভিন্ন অপকৌশলের মাধ্যমে আপনার ঈমানী বৃক্ষটি থেকে একটার পর একটা পাতা ঝড়াতে চাইবে যাতে আপনি পাতাহীন বৃক্ষে পরিণত হোন।

সাইয়্যিদ কুতুব [রহ.] এটা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি বলেন, “কোনো আদর্শের পক্ষে অবস্থান নেওয়া গোষ্ঠীর প্রতি শাসকবর্গের আচরণ এমন হয় যে, তারা সব সময় কূটকৌশলের মাধ্যমে সেই আদর্শিক গোষ্ঠীকে তাদের দৃঢ় অবস্থান থেকে শুধু সামান্য বিচ্যুত করতে চায়”। কারন, পথের শুরুতে যে বিচ্যুতি খুব সামান্য হয়, পথের শেষে তা-ই বিশাল হয়ে দেখা দেয়।

হে বোন আমার! আমাদের এ জীবনটা তো মহান আল্লাহই দিয়েছেন। মহান আল্লাহর দেওয়া জিনিস আবার মহান আল্লাহই ক্রয় করে নিবেন কত উত্তম বিনিময় দিয়ে। সুবহানল্লাহ্! মহান আল্লাহ কতই না উত্তম ক্রেতা। তাই ভয় কিসের বোন! জীবনে যা হবার হবে। কখনো বাতিলের কাছে মাথা নত করবেন না। বাতিলের মিথ্যে হুংকার দেখে ভয় পাবেন না। দুনিয়ার এ তুচ্ছ জীবনকে অগোছালো দেখে আর সামান্য দুঃখ কষ্টের স্বীকার হলে কখনো হতাশ হবেন না। বাতিলের কোনো ফাঁদে পা দিবেন না। বাতাসের মুখে একটা পাতাকেও ঝরতে দিবেন না। যেভাবে আল্লাহর রাসূল (সা) মুনাফিককে বাতাসের সাথে নুয়ে পড়া গাছের তুলনা দিয়েছেন তেমনি ভাবে মুমিনকে খেজুর গাছের সাথে তুলনা করেছেন। কারন খেজুর গাছের পাতা কখনো ঝরেনা। (আল লু-লু ওয়াল মারজান হা/১৭৯২)

বাতিল শক্তিগুলো যতই শক্তিশালী হোক না কেন তার সামনে মুসলিম শুধু দাঁড়িয়েই থাকে না, বরং সব পাতা মেলে মাথা উচু করে দাড়িয়ে থাকে। কোনো কিছুই তাকে তার আদর্শ থেকে এক বিন্দুও টলাতে পারে না। আর এ জন্যই তো আপনার প্রতি বাতাসের এত ক্ষোভ! মহান আল্লাহ বলেন, "তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এ কারনে যে, তারা প্রশংসিত পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল"। (সূরা বুরুজঃ৮)

হে বোন আমার! বাতিল শক্তিগুলোর মিথ্যে অহংকার আর লম্ফঝম্ফ দেখে হতাশ হবেন না। বরং তাদের চোখে চোখ রাখুন আর বলুন! "নিজেদের ক্রোধের (আগুনে) নিজেরাই (পুড়ে) মরো"। (সূরা আল ইমরানঃ ১১৯)

হে বোন আমার! তাগুত বাহিনী আমাদের বন্দী করতে পারে, আমাদের হত্যা করতে পারে কিন্তু তারা কখনো এ কথা বলতে পারবে না যে, তারা আমাদের আদর্শ থেকে বিন্দু পরিমাণ বিচ্যুত করতে পেরেছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহি) সেই যুগের শাসকদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। তারা তাকে দুর্গের বন্দিশালায় বেঁধে রেখেছিল। তিনি তাদের বলেছিলেন, তোমরা আমাকে কতটুকুই বা দামিয়ে রাখবে? যদি আমাকে হত্যা করা হয়, তাহলে তো আমি শহীদ হবো। যদি জেলে আটকে রাখো তাহলে এটি হবে আমার রবের সাথে নির্জনে সময় কাটানোর সুযোগ। আর যদি আমাকে দেশান্তর করো, তা হবে আমার রোমাঞ্চকর অভিযাত্রা।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সমস্ত বাতিল শক্তিগুলোর মোকাবেলায় দ্বীনের ওপর, রাসূল (সা) এর সুন্নাহর ওপর অটল অবিচল থাকার তৌফিক দান করুন আমীন।

-উম্মে আয়েশা

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ